মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৬ এপ্রিল, ২০২৪, শুক্রবার	১৩ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 26 Issue	Purulia	26 April, 2024, Friday	13 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

‘দেশ থেকে কলকাতা হাই কোর্ট তুলে দেওয়া উচিত’ঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে বিজেপির ‘যোগসাজশ’ রয়েছে। তাই দেশ থেকে কলকাতা হাই কোর্ট তুলে দেওয়া উচিত! এসএসসি দুর্নীতি সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে এমনই দাবি তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ক্রিকেটে যেমন ‘ম্যাচ ফিক্সিং’ হয়, তেমন বিজেপি ‘কোর্ট ফিক্সিং’ করেছে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হাই কোর্টের বিচারপতিরা একের পর এক রায় দিচ্ছেন। যা দুর্ভাগ্যজনক। এসএসসি দুর্নীতি মামলায় সোমবার ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়া খারিজ করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। তাতে চাকরি গিয়েছে ২৫,৭৫৩ জনের। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। তাদের যুক্তি, পাঁচ হাজার চাকরিপ্রাপকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বাকি ২০ হাজারের বেশি মানুষ কেন চাকরি হারাবেন? বৃহস্পতিবার একই যুক্তি দিয়েছেন অভিষেক। হাই কোর্টের এই রায়ের সঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ জুড়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, “এসএসসি মামলা যে বিচারপতি শুনছিলেন, তিনি এখন বিজেপির প্রার্থী। তিনি বিচারপতি থাকাকালীন বলেছেন, বিজেপি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল এবং তিনিও বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন। সেই বিচারপতি যদি বিজেপিতে যান, তা হলে তো দেশ থেকে কলকাতা হাই কোর্টটাকেই তুলে দেওয়া উচিত!” অভিষেক আরও বলেন, “আদালত বলছে, কয়েক জন প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পেয়েছেন, তাই পুরো প্যানেলটাই বাতিল। তা হলে সেই যুক্তি অনুযায়ী এক জন বিচারপতি বিজেপিতে যোগদান করেছেন, অর্থাৎ, সব বিচারপতিই বিজেপি হয়ে গিয়েছেন! আদালতের যুক্তিতে তো তা-ই হচ্ছে।” বিজেপির সঙ্গে হাই কোর্টের ‘যোগসূত্র’ বোঝাতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন অভিষেক। তিনি বলেন,“দু’দিন আগে শুভেন্দু বলেছিলেন, সপ্তাহের শুরুতেই তিনি বোমা ফাটাবেন। সপ্তাহ শুরু হয় সোমবারে। আর হাই কোর্টের এই রায়ও এসেছে সেই সোমবার। সবটাই কি কাকতালীয়? গতকাল (বুধবার) ওন্দার বিজেপি বিধায়কও বলেছেন, এপ্রিলের ৩০ তারিখের মধ্যে আরও ৫৯ হাজার যোগ্যদের চাকরি যাবে।” শুভেন্দুদের ওই ‘ভবিষ্যদ্বাণী’র সঙ্গে ক্রিকেট মাঠের ‘বেটিং’-এর তুলনা টেনেছেন অভিষেক।

২৬ হাজার চাকরিহারাকে এপ্রিল মাসের বেতন দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়া হবে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, শ্রম আইন অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যত দিন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলবে, তত দিন কারও বেতন বন্ধ করা হবে না।

চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। শিক্ষা দফতরের পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফেও পৃথক ভাবে মামলা করা হয়েছে। ফলে বিষয়টি বর্তমানে শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হেতু মামলাটি বিচারাধীন এবং ওই ২৫,৭৫৩ জন প্রত্যেকেই এপ্রিল মাস জুড়ে কাজ করেছেন, তাই তাঁদের বেতন দেওয়া হবে। শ্রম আইন অনুসারে, কেউ কাজ করলে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। সেই আইন অনুসরণ করেই চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। উল্লেখ্য, এসএসসিতে নিয়োগ ‘দুর্নীতি’ মামলায় সোমবার ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হচ্ছে।

মোদীর সঙ্গে দেখা করতে চান খড়্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে সাক্ষাতের সময় চাইলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে! বিতর্কে আহ্বান জানাতে নয়, কংগ্রেসের ইস্তাহারের (দলের তরফে যাকে ‘ন্যায়পত্র’ বলা হচ্ছে) প্রতিশ্রুতিগুলি ব্যাখ্যা করতে! মোদীকে পাঠানো দু’পাতার চিঠিতে খড়্গের লিখেছেন, “লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহারে লেখা নেই এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার উপদেষ্টারা আপনাকে ভুল তথ্য দিচ্ছেন। তাই ‘ন্যায়পত্র’ ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কাছে সময় চাইছি।” কংগ্রেস সভাপতির দাবি, তাঁদের ইস্তাহার পাঁচটি ন্যায়ের উপরে দাঁড়িয়ে— মহিলা, যুবসমাজ, কৃষক, শ্রমিক এবং ভাগিদারি (জাতভিত্তিক জনসংখ্যা) অনুযায়ী ক্ষমতায় অংশগ্রহণের ন্যায়ের দাবি। গত নভেম্বরে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সময় জাতগণনার দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে চারটি বড় জাত হল, মহিলা, তরুণ, কৃষক ও গরিব। এর পরেই রাহুল তাঁর ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’য় ‘পাঁচ ন্যায়ে’র কথা বলেছিলেন। রাহুলের সেই ন্যায়ের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরি হয়েছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার। কিন্তু তার পর থেকেই মোদী-সহ প্রথম সারির বিজেপি নেতারা ধারাবাহিক ভাবে ইস্তাহারের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে নিশানা করছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ অতীতে বলেছিলেন, দেশের সম্পদে সর্বাগ্রে অধিকার মুসলিমদের।

শুভেন্দুকে ইঙ্গিত করে চরম হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ আদালতের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল নিয়ে নাম না করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশিই, বৃহস্পতিবার মহিষাদলের সভা থেকে মমতা আক্রমণ শানান প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কেও। তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সভা করতে গিয়েছিলেন মমতা। সেই মঞ্চ থেকে নাম না করে শুভেন্দুর উদ্দেশে তৃণমূলনেত্রী বলেন, “রায় বেরোনোর ৪৮ ঘণ্টা আগে তুমি জানলে কী করে? রায়টা কি তুমি লিখে দিয়েছিলে? না কি তোমার পার্টি অফিস থেকে লিখে দিয়েছিল?” গত শনিবার শুভেন্দু বলেছিলেন, “সামনের সপ্তাহে একটা এমন বোমা ফাটবে যে গোটা তৃণমূলটা বেসামাল হয়ে যাবে।” গত সোমবার নিয়োগ মামলার রায় দিয়েছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। সে দিন থেকে রাজনৈতিক মহলে অনেকেই শুভেন্দুর ‘বোমা হুঁশিয়ারি’র সঙ্গে রায়কে জুড়ে দেখতে চেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, “এই যে ২৬ হাজারের চাকরি খেয়েছে, আড়াই লক্ষ পরিবার আজকে মৃত্যুর সামনে লড়াই করছে। এক জনের কিছু হলে, এরা কিন্তু তোমার বাড়ির সামনে আসবে, বিচার চাইবে।” মমতা আরও বলেন, “এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে মেদিনীপুরের রয়েছেন। মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে রয়েছি।” আরও বিবিধ প্রসঙ্গে শুভেন্দুকে আক্রমণ করেন মমতা। বাদ যাননি প্রার্থী অভিজিৎও। বিচারপতি থেকে বিজেপি নেতা হওয়া অভিজিতের উদ্দেশে মমতা বলেন, “এখানে যিনি বিজেপি প্রার্থী, তিনিই প্রথম সই করেছিলেন চাকরি খাওয়ার কাগজে। উনি বিচারকের আসনে বসে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নিজেই বলেছিলেন যোগাযোগ রাখতেন। তো এঁকে আমি কী বলব, যিনি বিচারকের আসনে বসে বিজেপি করতেন! তাঁকে বিতাড়িত করে দিন। আর তার নামটাও ঠিক করে দিন।” এর পর ফের শুভেন্দুকে আক্রমণে ফিরে যান মমতা। প্রায় প্রতিটি সভা থেকেই তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ‘চোর’ বলে আক্রমণ শানাচ্ছেন শুভেন্দু।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

নেট পরিষেবা নিয়ে তিতিবিরক্ত গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ ইন্টারনেটের পরিকাঠামো পোক্ত করে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রসারে উদ্যোগী কেন্দ্র। কিন্তু (আমজনতার সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনাকারী) সমাজমাধ্যম গোষ্ঠী লোকালসার্কলস সমীক্ষায় দাবি করেছে, ভারতে নেট পরিষেবার দ্রুত প্রসার ঘটলেও এবং তা সস্তায় মিললেও অর্ধেকের বেশি গ্রাহক তার গতি এবং সংযোগের মান নিয়ে তিতিবিরক্ত। অনেকেই সংস্থা বদলাতে চান ভাল পরিষেবার আশায়। সংশ্লিষ্ট মহলের অবশ্য প্রশ্ন, এত জনের অভিজ্ঞতা যদি সার্বিক ভাবেই এমন হয়, তা হলে সংস্থা বদলে লাভ কি? বাড়িতে নেট ব্যবহারকারীদের নিয়ে সমীক্ষা হয়েছে। যাঁদের ৮৬% তা পান ফাইবার, ব্রাডব্যান্ড, ডিএসএল বা ফিক্সড-লাইন দিয়ে। দেশের ২৮৬টি জেলার ৭০ হাজারের বেশি গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ৫৬% গ্রাহকই সংযোগ এবং গতি নিয়ে বিরক্ত। অনেকে বলছেন, সংস্থার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবে পরিষেবার মান মেলেনি। ৪৭% জানিয়েছেন, পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ জানানোর পরে সমাধানে অন্তত ২৪ ঘণ্টা লেগেছে। সংস্থা বদলাতে চান ৭০%। রিপোর্টে এটাও দাবি, মোবাইল ও ওটিটির জন্য টেলিফোন, ল্যান্ডলাইন কমছে। ২০২৩ থেকে ২০২৮-এর মধ্যে তা থেকে সংস্থার আয় বার্ষিক ৪% করে কমতে পারে। নিয়ন্ত্রক ট্রাই, টেলিকম মন্ত্রক, ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রককে রিপোর্টটি জমা দেওয়ার পরিকল্পনা, দাবি লোকালসার্কলস-এর। এদিকে, দেশে ৫জি পরিষেবা চালু হয়েছে কয়েক মাস হল। অনেকেই এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হয়ছেন। মূলত কাজের গতি বাড়ানোই এই প্রযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ৫জি পরিষেবা পেয়েও অনেক সময় সমস্যায় পড়ছেন গ্রাহকরা। ধীর গতির ইন্টারনেটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে কাজ। ইন্টারনেটের দৌলতে এখন ঘরে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেই ইন্টারনেট যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা হলে মুশকিল। তবে উপায় জানা থাকলে ইন্টারনেটের 'স্পিড' বাড়িয়ে নিতে পারেন। নেটওয়ার্ক নিয়ে অভিযোগ করার আগে দেখে নিন যে, আপনার ফোনে আদৌ ৫জি পরিষেবা চালু রয়েছে কি না। তা না থাকলে সেটিংসে গিয়ে প্রথমে দেখে নিন ফোনের সঙ্গে সংযুক্ত নেটওয়ার্কের তালিকায় ৫জি রয়েছে কি না। যদি থেকে থাকে, তা হলে সেটা চালু করে দিন। দীর্ঘ ক্ষণ ধরে জরুরি একটি পিডিএফ ডাউনলোড করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধীর গতির ইন্টারনেটের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে ফোনটা এক বার রিস্টার্ট করে নিন। কাজ হতে পারে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের কিছু পরিষেবায় জারি নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোয় কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে। বুধবার তাই তাদের অনলাইন এবং মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে নতুন গ্রাহক নথিভুক্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। বেসরকারি ব্যাঙ্কটি আপাতত নতুন ক্রেডিট কার্ডও মঞ্জুর করতে পারবে না। শীর্ষ ব্যাঙ্কের বার্তা, তাদের তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ঝুঁকি সামলানোর ক্ষেত্রে 'গুরুতর ঘাটতি' সামনে এসেছে। গ্রাহক পরিষেবার স্বার্থে এবং ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় সম্ভাব্য বিপর্যয় আটকাতেই অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে পদক্ষেপগুলি। কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, তারা নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা পোক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। দ্রুত সমস্যা দূর করতে আরবিআইয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করবে। আরবিআই জানিয়েছে, পরবর্তী কালে তাদের আগাম অনুমতি নিয়ে বাইরের অডিটরকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে খামতিগুলি দূর হল কি না। তার পরে নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে। তবে ব্যাঙ্কের বর্তমান সাধারণ এবং ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকদের জন্য পরিষেবা যথারীতি চালু রাখা যাবে। শীর্ষ ব্যাঙ্ক বলেছে, ২০২২ এবং ২০২৩-এ ব্যাঙ্কটির তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। পরীক্ষায় উতরোতে পারেনি ঋণদাতাটি। বরং তথ্যের সুরক্ষা, তথ্য ফাঁস, ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটলে তার মোকবিলা করা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থায় সমস্যা ধরা পড়ে। দেখা যায়, অনেক দিন ধরেই তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামো সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থ হচ্ছে তারা। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাঙ্কিং আইন লঙ্ঘিত হয়েছে। রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের পর্যালোচনায় গত দুই বছর ধরে গুরুতর নানা ত্রুটি ধরা পড়ার পরে সেগুলি সংশোধন করতে তারা যে সব নির্দেশ জারি করেছিল, সেগুলিও সঠিক ভাবে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। তথ্যপ্রযুক্তি এবং তার মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনার মজবুত পরিকাঠামোর ঘাটতির জন্য গত দুই বছর ধরে কোটাক ব্যাঙ্কের কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং অনলাইন ও ডিজিটাল পরিষেবা ঘন ঘন বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল পরিষেবার বিভ্রাটে গ্রাহকরা গুরুতর সমস্যায় পড়েন। বিশেষত ক্রেডিট কার্ড-সহ ব্যাঙ্কের ডিজিটাল লেনদেনের বহর যেহেতু দ্রুত বেড়েছে। আরও বলা হয়েছে, ওই সব ত্রুটির জেরে শুধু কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা নয়, সার্বিক ভাবে দেশে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং লেনদেন এবং টাকা মেটানোর ব্যবস্থায় যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই পদক্ষেপগুলি করা হয়েছে। ২০২০-র ডিসেম্বরে পরিচালনায় প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়ায় এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের নতুন গ্রাহক নথিভুক্তি ও নতুন ডিজিটাল প্রকল্প চালুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আরবিআই। ত্রুটি সংশোধনের পরে ২০২২-এ তা তুলে নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের প্রোমোটার গোষ্ঠীর একটি সংস্থা ইনফিনা ফিনান্স নির্বাচনী বন্ড মারফত বিজেপি-কে ৬০ কোটি টাকা দিয়েছে। এটি কোটাক পরিবারের মালিকানাধীন নথিভুক্ত সংস্থা। তবে ব্যাঙ্কে সংস্থাটির অংশীদারি নেই।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৩১৫
রূপা (১ কেজি) : ৭৯৬৫৯
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩০

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৪৩৩৯.৪৪
নিফটি—	২২৫৭০.৩৫
ন্যাসডাক—	১৫৭১২.৭৫
এ.সি.সি—	২৫৭৯.৭০
ভারতী টেলি—	১৩৩৪.৯০
ভেল—	২৭১.৬০
এল এন্ড টি —	৫১৮০.৯৫
টাটা মোটর্স—	১০০০.৮০
টি.সি.এস. —	৩৮৫১.৮৫
টাটা স্টিল—	১৬৭.৬০
ডাবর —	৫০৬.০০
গোদরেজ —	৮৫৬.৪৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫১০.৬৫
আই.টি.সি.—	৪৩৭.৫০
ও.এন.জি.সি.—	২৮২.০৫
সিপলা —	১৪০৫.৪০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৭৫.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫০৩.৬৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক–	১১১৩.০৫
সেল—	১৬৪.৯০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮১২.৬০
সিমেন্স—	৫৭৩০.৪০
ফাইজার—	৪১৫৫.৯৫
ইউনিটেক—	১১.৪৯
উইপ্রো—	৪৬১.০০
ডা. রেড্ডি–	৬২১৭.১৫
মারুতি—	১২৯০০.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১২৭.৩৫
টি সি আই —	৮৮৯.০০
মহানগর টেলি —	৩৭.৩৫
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২৪৯.৯৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৬ এপ্রিল

১৮১৭ ব্রিটিশ রাজশক্তি বিশেষ কৃতিত্বের জন্য কাউকে কাউকে বিশেষভাবে সম্মানিত করত। তাঁদের সেভাবে শিরোপাও দেওয়া হত। অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল এবং সেন্ট জর্জ এই দিনেই প্রথম চালু হয়। বিশেষ কাউকে সম্মানিত করার জন্য ওই অর্ডার অব সেন্ট মাইকেল দেওয়া হত।

১৮২৩ লন্ডনে প্রথম চিড়িয়াখানা এই দিন উদ্বোধন হয়। এই চিড়িয়াখানার কাজ ছিল পশুপাখি এনে অন্য জায়গায় বিক্রি করা এবং এখানেই সেগুলি মাঝের পর্বে রেখে দেওয়া। সাধারণত আফ্রিকা থেকেই এই সব পশুপাখি আনা হত। কিছু আনা হত অস্ট্রেলিয়া থেকে। তবে লাতিন আমেরিকা থেকে এই চিড়িয়াখানায় সে সময় বেশি পশুপাখি আনা সম্ভব হয়নি।

১৯৪১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিক এই দিনই ইতালির মুসোলিনী বাহিনী গ্রীসে ঢুকে এবং রাজধানী শহর এথেন্স দখল করে। এর ফলে এর কিছুদিন পরেই পতন হয় গ্রীসের। তবে মিত্রশক্তি মুসোলিনী ফাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করলে ওই দখলদার বাহিনী গ্রীস থেকে পিছু হটে যায়। এটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা। এই মহাযুদ্ধে জার্মানরা ছিল অক্ষশক্তির পক্ষে। গ্রিস অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দেয়নি বলে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় জার্মানিরা। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সও দখল করে নেয় তারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে। তার পর এথেন্স তথা গ্রিস দখলমুক্ত হয় এবং ফের স্বাধীন দেশের অধিকার পায়।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯২৪

১		২		৩			৪
		৫					
				৬			
৭	৮					৯	
			১০			১১	১২
১৩		১৪			১৫		
			১৬				
১৭					১৮		

পাশাপাশি ঃ- ১) কন্দর্প ৩) বিষয় সম্পর্কে ৫) অর্থকরী শস্যদানা ৬) শূন্য ৭) সহজ সরল ১১) নবীন ১৪) এক ধরনের চর্মরোগ ১৬) কনক ১৭) সুগন্ধিত এক ধরনের পাতা ১৮) এই খানাতে বিনা পয়সায় খাবার মেলে।

উপরনীচ ঃ- ১) মন চুরি করে যে ২) নতুন ধান ঘরে তোলার পর আয়োজিত উৎসব ৩) শোভামান ৪) অস্থির দেহ কাঠামো ৮) পাদুকা ৯) এক ইন্দ্রিয় ১০) আমাদের রাজধানী ১২) ভাগে যে জমি চাষ করে ১৩) একমাত্র সম্বলকে শিবরাত্রির যা বলা হয় ১৫) অগ্নি।

উত্তর - ৫৯২৩

পাশাপাশি ঃ- ১) নরাধম। ৩) শশক। ৫) রাজমহল। ৭) নখর। ৯) সফর। ১১) বরসভর। ১৪) নগদ। ১৫) দরাদরি।

উপরনীচ ঃ- ১) নবারুন। ২) মদিরা। ৩) শরম। ৪) কবুল। ৬) হলফ। ৮) খদির। ১০) রকনারি। ১১) বসন। ১২) সরোদ। ১৩) রসদ।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৩ বৈশাখ, ভাঃ ৬ বৈশাখ, **২৬ এপ্রিল** ১৩ বহাগ, ২ বৈশাখ বদি, ১৬ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯। **শুক্রবার,** দ্বিতীয়া দিবা ঘ ৬।২৮ মিঃ। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২৮ মিঃ. । বরীয়নযোগ রাত্রি ঘ ৩।২৩ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ৬।২৮ গতে বণিজকরণ। রাত্রি ঘ ৬।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ঘ ২।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**– একপাদদোষ। **যোগিনী**- উত্তরে, দিবা ঘ ৬।২৮ গতে অগ্নিকোণে। **বারবেলাদি**- ঘ ৮।২৪ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৮।৪৭ গতে ১০।১১ মধ্যে। **যাত্রা**- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-গাত্রহরিদ্রা অব্যুঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন নৌকাচালন। **বিবিধ**-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-ঋণযোগ। **বৃষ**-চরিত্রহরণ **মিথুন**- রোগমুক্তি । **কর্কট**-নৈতিক জয়। **সিংহ**-পথে বিপদ। **কন্যা**-অনিষ্টপাত। **তুলা**-বিপথে চালিত । **বৃশ্চিক**-মিথ্যাচার। **ধনু**-সফলতা **মকর**- অযথা ব্যয়। **কুম্ভ**- চিকিৎসায় বিভ্রাট। **মীন**-অপবাদ।

আগামীকাল

মেষ-অযথা ব্যয়। **বৃষ**-গৌরব বৃদ্ধি। **মিথুন**-মিথ্যাচার । **কর্কট**-পুলিশি ঝামেলা। **সিংহ**- সন্তান পীড়া। **কন্যা**-আর্থিক উন্নতি। **তুলা**-মানসিক ক্ষোভ। **বৃশ্চিক**-উচ্চপদ লাভ। **ধনু**-পাওনা আদায়। **মকর**-সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ**- ভ্রমণে বিপদ। **মীন**-বাসনা পূরণ।

জেলায়-জেলায়

দুর্নীতি ইস্যুতে ফের একবার শাসক দলকে আক্রমণ শুভেন্দুর

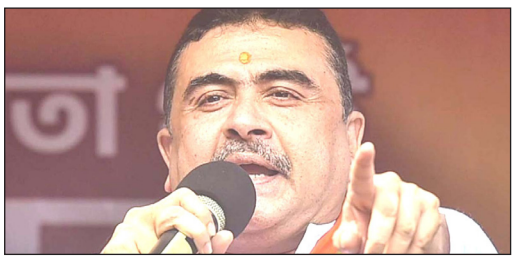

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ২৫ এপ্রিলঃ দুর্নীতি ইস্যুতে ফের একবার শাসক দলকে আক্রমণ করলেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। পুরুল্যার বলরামপুরে গিয়ে লোকসভা ভোটের আবহে নতুন করে গর্জে উঠলেন শুভেন্দু। আজ শুভেন্দু বলেন, 'কয়লা, বালি, জঙ্গল সব পাচার করেছে তৃণমূল। তৃণমূল বলছে ডিসেম্বরে বাড়ির টাকা দেবে। ১৩ বছর ধরে চোরেদের সরকার চলছে। তৃণমূলকে বয়কট করুক কুড়মি সমাজ।' এনআরসি ইস্যুতে নতুন করে আওয়াজ তোলেন শুভেন্দু। বলেন, 'জনজাতি, সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের এনআরসির ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'মমতার মন্ত্রিসভা চোর, আবারও প্রমাণ হয়ে গেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। বামেদের মতো নবান্নে গিয়ে ফিশ ফ্রাই খাইনি।' শুভেন্দু আরও বলেন, পুরুল্যায় জলের সমস্যা দূর হয়নি। কুড়মিদের ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল।'

একই কেন্দ্রে দু'জন প্রার্থী দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৫ এপ্রিলঃ দেশজুড়ে চলছে লোকসভা নির্বাচন। সাত দফায় ভোট হচ্ছে এবার। বেশকিছু কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই ভোট হয়ে গিয়েছে। আবার অনেক কেন্দ্রের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন। সেই মতো বীরভূম কেন্দ্রে বিজেপির প্রতীকে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন দলের ঘোষিত প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর। ওই একই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে মনোনয়ন জমা দিলেন দলের আরেক নেতা।

একই কেন্দ্রে বিজেপি প্রতীকে দু'জন মনোনয়ন জমা দেওয়ায় স্বভাবতই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রথমে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন দেবাশিস ধর। আর আজ, বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দিলেন দেবতনু ভট্টাচার্য। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি জানিয়েছেন, দল তাঁকে এই আসন থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা বলেছে। তিনি দলের নির্দেশ মেনে কাজ করেছেন। এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি। প্রচার শুরুর বিষয়ে দেবতনুবাবুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দলের নির্দেশে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। দল যবে থেকে বলবে, তবে থেকেই প্রচার শুরু করব। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, বীরভূমে আমাদের প্রার্থী দেবাশিস ধরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দলের তরফে আরও একজন মনোনয়ন জমা দিলেন। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি 'ডামি প্রার্থী' দিয়ে থাকে। কোনও কারণে একজনের মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেলে, ডামি প্রার্থী দলের প্রতীকে লড়াই করার সুযোগ পান। এ জাতীয় ঘটনা আগেও ঘটেছে বঙ্গে। বীরভূম কেন্দ্রে শতাব্দী রায়কে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। শতাব্দীর মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি দেবাশিস ধরকে বিভিন্ন সভা থেকে কড়া আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ, উত্তপ্ত এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা এলাকার মোনাইকান্দারা গ্রামের বেশ কয়েক জন যুবক স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনের জঙ্গলে সকেট বোমা বাঁধার কাজ করছিল। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে বলে দাবি পুলিশের। ঘটনায় গুরুতর জখম হন দুই যুবক। মোনাইকান্দারা গ্রামের বাসিন্দা জিন্নাত আলি শেখ (১৯) নামের এক কলেজ পড়ুয়ারা হাতের বেশ কয়েকটি আঙুল উড়ে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। ঘটনার খবর পেয়েই হাজির হয় পুলিশ। কিন্তু তার আগেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে বিস্ফোরণের প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু কোনও বোমা উদ্ধার হয়নি।

প্রচার থেকে নেমে যেতে বলা হলো কাঞ্চনকে, কল্যাণের দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৫ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের আগে আবার তৃণমূলে নারদ-নারদ অবস্থা। প্রচারে বেরিয়ে বিধায়ককে হুট খোলা গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললেন দাপুটে সাংসদ। ভোটের মুখে আবার খোলসা হলো তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচার ও জনসংযোগে বের হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালের এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক এবং অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। কিন্তু প্রচার শুরু হতেই ঘটে বিপত্তি। গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলা হয় বিধায়ককে। কারণ হিসেবে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, "মহিলারা নাকি ওনাকে ভালভাবে নিচ্ছেন না।"

কোন্নগর স্টেশন রোডে তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় প্রচার। সেখানেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুড খোলা গাড়িতে কাঞ্চনকে দেখা যায়। কিন্তু তাঁকে নেমে যেতে কেন বলা হয়? কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "উনি আমার সঙ্গে যখন প্রচারে বেরোচ্ছেন গ্রামের মহিলারা কিন্তু ভীষণ রিঅ্যাক্ট করছে। আমি ওনাকে আগেই বলে দিয়েছিলাম গ্রামে এসো না। আর আমার সঙ্গে প্রচারে শুধু কেন থাকছে? একজন বিধায়ক সে তো নিজেও প্রচার করতে পারে সেখানে তো করছে না।" তবে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পড়ে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন কিনা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তোয়াক্কা না করে বলেন, "অত জানি না।"

কিন্তু মহিলারা কেন তাঁকে পছন্দ করছেন না এই বিষয়টা খুব একটা পরিষ্কার না হলেও একটা আন্দাজ করা যাচ্ছে যে তিনি সম্প্রতি হাঁটুর বয়সী একজনে বিয়ে করেছেন বলে কি মহিলাদের প্রতি তাঁর এই অনীহা? তবে এই বিষয়ে আপাতত নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। শোনা গিয়েছে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পড়ে এক তৃণমূল কর্মী সমর্থকের বাইক চেপে তিনি এলাকা ছাড়েন। তৃণমূল সূত্রে খবর, তিনি কলকাতা ফিরে গিয়েছেন।

'চাকরি প্রার্থী পিছু ৮ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন অভিষেকের ভাই', বিস্ফোরক সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ এপ্রিলঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, চাকরীপ্রার্থী পিছু আট লক্ষ করে টাকা চেয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকই তাঁর ভাই আকাশের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়,মানহানির মামলা করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর আদালতে এলে তাঁর পোশাক খুলে নেওয়ারও হুমকি বিজেপি নেতার। অপর দিকে, তৃণমূলের অভিযোগ প্রচারে থাকতেই এই সব উল্টো-পাল্টা বলে চলেছেন তিনি। শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতি নিয়ে যখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, সেই সময় প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিষ্ণুপুরের বিদায়ী সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বুধবার বাঁকুড়ার রতনপুরে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেছেন, তৃণমূলে থাকার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু ছেলের চাকরির জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তাঁর ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেন। আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলে তিনি প্রার্থী পিছু আট লক্ষ টাকা দাবি করেন। সৌমিত্রর কথায়, "২০১৭ সাল। আমি ওনার ছোট ভাই আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললাম অভিষেকদা বলল চাকরি করে দেবেন। তো কী করতে পারবেন? আমায় বললেন, দাদা তোমার কাছ থেকে বেশি নেব না। এক কাজ করো আট লক্ষ টাকা আর দু'লক্ষ টাকা তোমার জন্য। মোট ১০ লক্ষ টাকা করে ১০০টা ক্যান্ডিডেট এনে দিতে পারো।" এরপরই সৌমিত্র খাঁ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর দাবি করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করেছে। তিনি যদি বিষ্ণুপুর আদালতে হাজিরা দিতে আসতেন আমি তাঁর প্যান্ট জামা খুলে নিতাম।" অপরদিকে, তৃণমূলের দাবি, খবরের শিরোনামে আসতে এই ধরনের উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সৌমিত্র খাঁর হিম্মৎ নেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোশাক খুলে নেওয়ার। বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওর হিম্মত রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোশাক খুলে নেওয়ার? ও তো তিনটে-চারটে লোক আর পয়সার থলি নিয়ে ঘুরছে। আর এই ভোটে পাবলিক ওকে যোগ্য জবাব দেবে।" অপরদিকে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "যখন এই নিয়োগ হয়েছিল তখন সৌমিত্র ছিলেন তৃণমূলে। সেই সময় এইসব কথা বলেছিলেন। আট বছর আগে ২৫ হাজার চাকরি হয়েছিল। তাঁদের চাকরি খাওয়ার জন্য সিপিএম আর বিজেপি উঠে পড়ে লেগেছে। হাইকোর্টের সাহায্যে ২৫ হাজার বাঙালির চাকরি খেয়েছে। তাই নিয়ে আনন্দ করছে। বাঙালি এর জবাব দেবে।"

ছাদের উপরে রিলস বানাতে গিয়ে হিট স্ট্রোকে মৃত্যু কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৫ এপ্রিলঃ মারাত্মক গরম। বাইরে বের হওয়া দায়। গা-হাত পা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আপাতত সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টিরও কোনও সম্ভাবনা নেই। বাইরে যখন এই অবস্থা তখন ছাদের উপর রিলস বানাতে গিয়েছিল এক কিশোরী। আর তারপরই মর্মান্তিক পরিণতি। দাবদাহের মধ্যে রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু কিশোরীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুরের রাধাগোবিন্দ পল্লীতে। মৃত কিশোরীর নাম আলপনা মণ্ডল (১৩)। জানা গিয়েছে, এই রোদের মধ্যে রিলস বানানোর সময় আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। স্থানীয় একজন তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। দেহ আজ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও এলাকার বাসিন্দাদের সুত্রে জানা গিয়েছে আলপনার বাবা ও মা কাজে চলে যায়। বাড়িতে একাই ছিল সে। বুধবার দুপুর ৩টা নাগাদ সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে রিলস বানাতে যায় এই রোদের মধ্যে। তারপরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

কার ভাষণ, কাকে নোটিশ

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা না করলেও সরকারী তোতা তাদের কাজ কর্মে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ নির্বাচন কমিশন দপ্তরে জমা দেওয়ার পর কমিশন বাধ্য হয়েছে নোটিশ দিতে। তবে এতটা সাহস কমিশন দেখাতে পারেনি নোটিশ যাবে প্রধানমন্ত্রীর নামে। তার বদলে বেচারা অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডার কাছে নোটিশ গেছে। যার কাজ বিভিন্ন জনসভা ও বৈঠকে মোদিকে গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া। কোন কোন জায়গায় ভাষণে তাকে বলতে হয় সেই এলাকার মানুষ যদি মোদিকে ভোট না দেন তাহলে মোদির আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন তারা। নাড্ডার সাহসকে বলিহারি। মোদিকে এতটা উপরে রেখেছেন যেখানে যাদের ভোটে মোদি মোদি হয়েছেন তাদেরকে তিনি আশির্বাদ করবেন। ভোটের আগে পর্যন্ত চুটকা নেতা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই জনতার কাছে আশির্বাদ চান। অথচ নাড্ডা বলেন মোদির আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন। তোষামোদ করা ভাল তবে তোষামোদ সেই পর্যায়ে করা ভাল যতটা মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে। কর্ণাটকে ওই ধরণের মন্তব্য করেই রাজ্য বিধানসভার হারের দায়িত্ব নিতে হল নাড্ডাকেই। প্রধানমন্ত্রী সেখানে জনসমর্থন পেলেন না এটা প্রচারে এলই না। লোকসভা নির্বাচনে যদি মোদির দলের পরাজয় হয় তাহলেও দায় তার ঘাড়ে চাপবে না, চাপবে নাড্ডার ঘাড়েই। নির্বাচন কমিশনার হয়ত জেনে বুঝেই বিজেপি অধ্যক্ষ নাড্ডাকেই নোটিশ পাঠিয়েছে, যিনি ওরকম কিছু বলেননি, বলেছেন মোদি স্বয়ং। মোদিকে নোটিশ দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনারের নেই।

বিজেপির কাছে ভাল ছেলে সাজতে নাড্ডাকে যেমন নোটিশ পাঠিয়েছে একই ভাবে কংগ্রেস অধ্যক্ষ মল্লিকার্জুন খড়্গেকেও নোটিশ পাঠিয়েছে। যাতে পাপা রেগে না যান তাই কংগ্রেসকে নোটিশ পাঠাতেই হয়েছে। সেই নোটিশে জবাব পেলেই প্রধানমন্ত্রী ক্লিনচিট পাবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হলেও নিয়োগ কর্তা বলে কথা। তবে রাহুল গান্ধীকে হয়ত দু এক দিনের জন্য প্রচার করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। এই সব করতে করতেই ভোট পর্ব শেষ হয়ে যাবে। হেট স্পিচ যেমন চলছে তেমনই চলবে। হিন্দু-মুসলিম, হিন্দুত্ব, রামমন্দির ইত্যাদি ইত্যাদি নির্বাচনী আচরণবিধির বিপরীতে ভাষণ দেওয়াও চলতেই থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ওবিসি বলতে পারেন এতে জাত পাত হয় না। রাহুল গান্ধী বললে এটা জাত পাতের রাজনীতি হয়ে যায়। আদিবাসী, গরীব মানুষের জমি কেড়ে নিয়ে কর্পোরেটকে দেওয়া কোন অপরাধ নয়। কংগ্রেস আয়ের সঙ্গে সমতা নেই সেরকম মামলায় ব্যবস্থা নিলে ভীষণ অপরাধ হবে। কর্পোরেটকে ঋণ মকুব করায় কোন দোষ নেই। কৃষকদের ঋণ মকুবের কথা বললে সেটা মারাত্মক অপরাধ। অপেক্ষা করতে হবে সরকারী তোতা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

বস্তুত কর্মযোগের জন্যই মানব শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। যে কোনো মার্গেরই সাধক হন না কেন তাঁকে কর্মযোগের প্রণালীকে স্বীকার করতেই হবে।

ভগবান গীতায় কল্যাণপ্রাপ্তির দুটি নিষ্ঠার কথা বলেছেন—(ক) জ্ঞানযোগ এবং (খ) কর্মযোগ। এই দুটি মধ্যে জ্ঞানপ্রাপ্তির অনেকগুলি উপায়ের অন্তর্গতরূপে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের কথা গীতায় বর্ণিত হয়েছে। যদিও ভগবান এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করেছেন। তাহলেও শেষকালে সাধক কর্মযোগ প্রণালীর দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান নিজে থেকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন—একথাও তিনি বলেছেন—

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্ম বিন্দতি' (৪।৩৮)। তাৎপর্য হল জ্ঞানযোগ শুরু পরম্পরার (গীতা ৪।৩৫) অধীন এবং কঠিনও। অন্যদিকে কর্মযোগের প্রণালীতে গুরুর অনিবার্যতা নেই, তা করা সহজ, ফলও শীঘ্র পাওয়া যায়। আর কর্মযোগের অনুষ্ঠান করলে তা অবশ্যই 'ফলপ্রাপ্তিদায়ী' হয়ে যায়—**'কালেনাত্মনি বিন্দতি'** (৪।৩৮)।

ভগবান সর্বসাক্ষী সূর্যকে সৃষ্টি করার প্রারম্ভে অনাদি কর্মযোগের উপদেশ এই জন্যই দিয়েছিলেন যে সূর্যের প্রকাশে অনেক কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি সেই সব কর্মের দ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না, তেমনই চেতনার সাক্ষীতে সকল কর্ম হলেও তা (সেই কর্ম) বন্ধনকারী হয় না।

ক্রমশ...

খাঁদা দাদুর পাণ্ডুলিপি

দ্বিতীয় গল্প - ডাকাত ভুত

বনবিবি

পরবর্তী অংশ ...

রাস্তা আর ভালো দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে চোখ সয়ে গিয়েছিল অথচ তখন একহাত দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছিলাম না। চন্ডীর মা বলল লণ্ঠনটা আনলে হত, বড্ড অন্ধকার। অথচ অত অন্ধকার হওয়ার কথা নয়! মনের মধ্যে খটকা লাগল। হাঁটার গতি কমে গেল। সামনে মনে হল যেন কোনো রাস্তা নেই, গভীর অন্ধকারের খাদ। মনের মধ্যে একটা অজানা ভয় ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে তখন। এমন সময় শুকনো আকাশে কড়াত করে বাজ পড়ল। আমরা দুজনই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘোষ বাড়ি ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ডাক্তার বাড়ির সবাই নবদ্বীপ গেছে। চন্ডীর মা মনে মনে মা কালীকে ডাকতে লাগল আমি রাম নাম জপ করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টা করেও আর এক পা ও এগোতে পারলাম না। গলা ছেড়ে ডাকতে চাইছি চেঁচাতে চাইছি কিন্তু আওয়াজ বেরোলে তো! গলা যেন শুকিয়ে কাঠ,গলা যেন বুজে গেছে। সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়ছে। মনে হল শরীর কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। পা দুটো যেন কেউ সিমেন্ট দিয়ে মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে। দুজন দুজনের হাত চেপে ধরে যতটা শক্তি জড়ো করা যায় তাতে ভর করে জোড়ে জোড়ে রাম নাম করতে লাগলাম। মা মঙ্গলাচন্ডীকে স্মরণ করলাম। কোনোমতে ঘোষ বাড়ির গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। বিশাল লোহার গেট ছিল তখন। বাইরের বড় তালাটা দুবার নাড়ালাম। ভেতর থেকে দুটো ফেতি কুকুর ভেউ ভেউ করে ডেকে উঠল। দরজাটা একটু ঠেললাম ভাবলাম ভূতের হাতে মরার চেয়ে কুকুরের সাথে লড়াই করে মরা ঢেড় ভালো ঢের গর্বের। ঘোষেদের মেজ কর্তার বড় ছেলে, যে ডাকাত মেরেছিল রে?

আমরা বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ।

দাদু বলল, সে অনেক রাতে ফেরে। তাই ভাবলাম দরজা ভেজানোও থাকতে পারে। সামনের বড় সদর পেরিয়ে ওদের বাড়িটা আসলে রাস্তা থকে কিছুটা ভেতরে তাই বাইরের রাস্তার আওয়াজ ঘর অবধি খুব একটা যায় না। দুজনে প্রাণপন শক্তি দিয়ে ঠেললাম দরজাটা, খড় খড় আওয়াজ করে খুলে গেল। দুটো ফেতি কুকুর প্রায় লাফিয়ে ছুটে এল। ওদের বাড়ির ভেতরে আরো তিনটে বিলিতি কুকুর থাকত তারাও তখন এদের ডাক শুনে ডাকতে শুরু করেছে। ফেতিদের একটা গুন কি জানিস এরা সহজে কাউকে কামড়ায় না একটু ভয় দেখায়, তেড়ে যায় এই আর কি। আমাদের শ্যামলের বাবা ওদের বাড়িতে কাজ করত মাঝে মাঝে রাতে শুয়েও পড়ত ওখানে। আমরা দেখলাম হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্দরমহল থেকে কে যেন দৌড়ে আসছে। কাছে আসতে দেখি শ্যামলের বাবা। তাকে দেখে ধরে প্রাণ এল। হড়বড় করে কি বললাম জানি না তবে আমাদের অমন অবস্থায় দেখে কাকা ধমক দিয়ে বলল কি হয়েছে টা কি? তোদের এমন অবস্থা কেন? কুকুরে কামড়াল নাকি?

আমি হাত জোড় করে প্রায় কেঁদে কেঁদেই বললাম ভুত, কাকা ভুত আছে ওখানে।

শ্যামলের বাবা চোখ পাকিয়ে বলল কিছু উল্টোপাল্টা খেয়েছিস নাকি! পেট গরম হয়েছে তোর।

চন্ডীর মা বলল না কাকা ও ঠিকই বলছে।

তাই শুনে কাকা বলল," আয় তো দেখি কি আছে" বলে লণ্ঠন নিয়ে কদম গাছের দিকে এগিয়ে চলল পেছনে আমরা দুজন কাঁপতে কাঁপতে। ততক্ষনে গুমোট ভাবটা একটু কমেছে আকাশে সাদা সাদা পেঁজা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে, তারা দেখা যাচ্ছে,নদীর হাঁটু জল টলমল করছে। কুকুর গুলো কিন্তু ডেকেই চলেছে। গাছের কাছাকাছি যেতেই অনেক গুলো বাদুড় আর চামচিকে চিঁ চিঁ করে ডেকে উড়ে গেল। যেন কিছুর একটা অশনি সংকেত দিতে চাইছে। আমি ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। হাতদুটো জড়ো করে বুকের কাছে টেনে নিয়েছি। হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল চোখটা চলে গেল সোজা কদম গাছের দিকে। দেখলাম গাছটার সবথেকে নীচু সরু সরু ডালটা থেকে পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে। একবার, দুবার বারবার পা দুটো দুলেও উঠল। রোগা লিকলিকে পা। পা নয় দুটো হাড়। আমি তোতোলাতে তোতলাতে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কাকাকে বললাম কা...কা... ও কা... কা... ওই দে...খ ক...দম গাছের ডালে কি দু...লছে !

কাকা থেমে গেল, পেছনে ফিরে বলল কি হল আয়...আয়...। আমি দেখলাম কাকার চোখ গুলো আগুনের ভ্যাটার মত জ্বলছে, সামনের দাঁত দুটো কুকুরের দাঁতের থেকেও বড়। আগুনে দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ঈশারা করছে আর ডাকছে আয় আয়, আর একটু এগিয়ে আয়...। দেখলাম কাকা সত্যিই শ্যামলের বাবা নয় তার শরীরে একফোঁটাও মাংস নেই। হাড়ের ঠকঠকানি শুনতে পাচ্ছি। অদ্ভুদ পৈশাচিক হাসি তার মুখে আর তার ডান হাত দিয়ে সে ডাকছে আয় আয়... আরও আয়। আর আমরা ক্রমশ নদীতে নেমে যাচ্ছি।পায়ে কাদা ঠেকতেই তোদের ঠাকুমার সম্বিত ফেরে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "ওরে বাবা গো,এ যে মেরে ফেলবে আমাদের"। এরপর কি হয়েছে আর মনে নেই। চোখ খুলে দেখলাম বাইরে সূর্যের আলো তীব্র মানে দুপুর হয়েছে। আমি বিছানায় শুয়ে আছি। তখন এমন অবস্থা তোদের ঠাকুমাকে দেখেও ভুত মনে হচ্ছে। যাকে দেখছি তাকেই মনে হচ্ছে ভূত।

(পরবর্তী অংশ পরের শুক্রবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

বাংলা বর্ণমালায় "ব"

সমীর কুমার ভৌমিক

আমরা সবাই জানি বাংলা বর্ণমালায় দুইটি "ব" আছে - বর্গীয় "ব" এবং অন্ত:স্থ "ব"। কিন্তু এদের জন্য বাংলা বর্ণমালায় আলাদা কোনো চিহ্ন বা আকৃতি নাই, অথচ উচ্চারণ ও প্রয়োগ আলাদা আলাদা। যদিও প্রাচীনকালে এই দুইটির রূপ ও ধ্বনি পৃথক ছিল। সংস্কৃত তথা দেবনাগরীতে এখনও এই দুই ধ্বনির জন্য রূপগত পার্থক্য আছে। অসমীয়া ভাষাতেও বর্গীয় "ব" ও অন্ত:স্থ "ব" এর জন্য আলাদা বর্ণ আছে। বাংলা উচ্চারণে এই দুই "ব" এর পার্থক্য ক্রমশ লোপ পাচ্ছে এবং বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে যত শক্তপোক্ত হবে এবং তার ব্যাকরণ স্বরূপ পাবে ততই এই দুই "ব" এর অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং একদিন বাংলা বর্ণমালায় একটি "ব" ই স্বীকৃতি লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু যতদিন বাংলা বর্ণমালায় এই দুই "ব" এর অস্তিত্ব আছে ততদিন দুই "ব" চেনার উপায় ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকাই উচিত মনে করি।

বর্গীয় "ব" একটিই বর্ণ, যার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ্য ও অধরের স্পর্শে। তাই এর আর এক নাম ওষ্ঠ্য বর্ণ বা ঔষ্ঠ্য বর্ণ (Labials)। কিন্তু অন্ত:স্থ "ব" একটি বর্ণ নয়, এটি (উচ্চারণ) উঅ (w) বা "ওয়" (w), কিংবা "ওয়া" (wa) এর মতো -- এই জন্য অন্ত:স্থ "ব" কে অর্ধস্বরও বলে।

অতীতে অন্ত:স্থ "ব" এর আর এক উচ্চারণ ছিল যা কতকটা ইংরেজি "V" ধ্বনির মতো, তাই সংস্কৃত ও বাংলা নামের আদিতে "ব" থাকলে তা ইংরেজিতে লেখার সময় "V" এর প্রয়োগ করা হয় [বিদ্যাসাগর=Vidyasagar, বিবেকানন্দ=Vivekananda]।

সাধারণত কোনো শব্দের শুরুতেই (অযুক্ত বর্ণ হিসেবে) "ব" থাকলে তা বর্গীয় "ব"। মনে রাখতে হবে বর্গীয় "ব" এর উচ্চারণ "ব"ই থাকে। যেমন - বুধ, বন্ধু, বহু প্রভৃতি।

আবার সাধারণত যে সব ব-ফলা যুক্তবর্ণের শব্দে "ব" এর উচ্চারণ থাকে সেগুলিও বর্গীয় "ব" হয়। যেমন- সম্বন্ধ, সম্বোধন, উদ্বোধন, দিগ্বিজয়, উদ্বেল প্রভৃতি।

বৃধ, ব্রূ, বাধ, বন্ধ্ প্রভৃতি ধাতু এবং বহু, বাহু প্রভৃতি শব্দের "ব" বর্গীয় হয়।

অন্ত:স্থ "ব" এর ব্যবহার :- সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জনের পর ব-ফলা রূপে সাধারণত এই অন্ত:স্থ "ব" ব্যবহৃত হয়। যেমন- পক্ক, বিল্ব, বিশ্ব, সান্ত্বনা, উচ্ছ্বসিত, স্বভাব, স্বদেশ, প্রভৃতি।

কিন্তু এক্ষেত্রে অন্ত:স্থ "ব" এর উচ্চারণ চার প্রকার হয়ে থাকে --

(১) ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন- পক্ক(পক্ক), বিল্ব(বিল্ল), বিশ্ব(বিশ্শ), অন্বয় (অন্নয়), প্রভৃতি।

(২) আদ্যক্ষরে ব-ফলা থাকলে, তার উচ্চারণ হয় না। যেমন - স্বদেশ, স্বভাব, দ্বীপ প্রভৃতি।

কেউ কেউ মনে করেন এক্ষেত্রে আদ্যক্ষরের ব-ফলা যুক্ত বর্ণটির সামান্য দ্বিত্ব হয়। যেমন - ত্বরা (ত্-তরা), স্বদেশ (শ্-শদেশ), স্বভাব (শ্-শভাব), দ্বীপ (দ্-দীপ) প্রভৃতি।

(৩) তৎসম শব্দে হ্-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার উচ্চারণ w (ও)/ওয়া(wa)- এর মতো। যেমন - আহ্বান (আওহান), জিহ্বা (জিউহা), বিহ্বল (বিউহল), গহ্বর (গওহর) প্রভৃতি।

(৪) একাধিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ব-ফলা যুক্ত হলে সেই ব-ফলা অনুচ্চারিত থেকেই যায়। যেমন সান্ত্বনা (শান্তোনা), উচ্ছ্বসিত (উচ্ছোশিত), মহত্ত্ব (মহৎতো) সাত্ত্বিক (সাৎতিক) প্রভৃতি।

এভাবেই আমরা বর্গীয় "ব" ও অন্ত:স্থ"ব" এর প্রয়োগের স্থান ও উচ্চারণ বিষয়ে সচেতন হতে পারি।

কবিতা

ধিক্কার

পশুপতি ভদ্র

সাহিত্যে সঠিক বিচার,
শক্তিশালী লেখক যাঁরা দুঃসময়ে করে সৃজন,
ভূমির উপর উৎপাদনে একদল শ্রমিক,
মনোরঞ্জনে সৎ সাহিত্য।

অঝোর বৃষ্টিপাতে যন্ত্রণার ঝড়,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, মরে যেন চতুর যুবক,
উঁচু নিচু ভেদাভেদ, - টাকার অঙ্কে প্রভেদ।

যাঁরা সবচেয়ে তুখোড়,
যাঁর হাতে বিপুল টাকা, সে কেন হয়ে ওঠে চোর,
ভয় নেই বদনামে, ওরা শোনায় শ্রীকৃষ্ণ বাণী,
রামছাগলের বংশধর, ওরা যেন দেবতার সন্তান,
গোপী নিয়ে সম্প্রতি, - হয়ে ওঠে মশগুল,
ইতিহাসে জানে তারা, দ্বারকার পতন।

স্বভাবে অভাব,
কী বুঝিলে তুমি,- ওরা কী শোনে সততার বাণী?
নীরবতায় ভেঙে পড়ে ক্ষমতার গর্ব,
সদর্থক মৃত্যু দেখি, - ধ্বংস কৌরব,
কেঁদে কঁকিয়ে পায় না ছাড়, ওঠে ধিক্কার ধ্বনি।

দ্বিচারিণী

চম্পা মান্না

আমি দ্বিচারিণী, মনের মাঝে অন্য কারো বাস,
তিলে তিলে রোজ প্রদীপের মতো করেছি আমায় নাশ।
সমাজের জটিলতায় বেঁধেছি ঘর,হয়েছি গৃহিণী কারো,
মুখোশধারী ছলনা তোমার সত্যি ভীষণ ভালো!
চেনা- অচেনা হয়নি ঠিকই, হয়নি হাত ধরা,
পরিচয় শুধু রঙিন পর্দায়, সবুজ বাতি জ্বলা।
তোমার চোখে চোখ রাখার হয়নি সুযোগ আমার,
তবুও কয় কলঙ্কিনী, বেয়াদব- শিষ্টাচার।
তোমার কথার মিষ্টি ভাষায় আজও কাঁদে মন,
মিথ্যে তুমি, মিথ্যে সমাজ,মিথ্যে সব স্বজন।
তোমার কথা হৃদয় গেঁথে,অন্য বুকে খুঁজি আশ্রয়,
জানি না কেন সমাজ আমায় দ্বিচারিণী কয়।

দিলে তো খেয়াল করে

হরিপদ মাহাতো

ভুখা মানুষ মরছে ভুখে গতর খাটাঁয় খায়
যদিন গতর খাটে তদিন তা'পরে কার দায়?
খোয়াচুষা গেলছ্যে চুষাঁয় লটক্যে আছে ঠাট
নেতা ফেতা সবাই ফেরার, চুকলে ভ'টের পাট।
গরিব গুলান খাটেই যাবেক যদিন প্যাটের বল
মরে গেলেও থাকে গরিব ধন্যি গেঁড়াকল !
বড়োলকের চামচা সবাই মর্ম বুঝে কজন
সকাল সন্ধ্যা মারার ধান্দায় জপমালা ভজন !
উদরাকলার ভড়ং দেদার দেখতে ভারি চঁহট
আসল কথা ভাইবত্যে গেলে ঢুসম্যে খায় উঝট।
গরিব মরছ্যে প্যাটের জ্বালায়, ভাইব্যে করব্যেক কি?
গাইএর দুধ দুঁহে পরে ভস্মে ঢালে ঘি !

জোঁকরূপী মহাজন

সারমিন চৌধুরী

আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে
হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে কৃষক সন্ধ্যা অবধি!
সূর্যের তপ্ত প্রবাহে শুকিয়ে ওঠে মাঠ-
লাঙলের ফলায় ঠেকে চূর্ণ করে পাথরস্তম্ভ মৃত্তিকা
ইতিহাস রচে ঘর্মাক্ত দেহের জল ছিটিয়ে।
অথচ, ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না তারা,
তারা আমাদের কৃষক মাটির প্রাণ জাতির রত্ন
তাদের রক্তে বীজ অঙ্কুরিত হয় সোনালী ফসল
খিলখিলিয়ে হাসে বিস্তৃত মাঠে!
সেই রক্ত শোষণ করে খায় জোঁকরূপী মহাজন
আজও পাল্টেনি যুগের সেই চেনা ছক।

এসো হে সমাজের সুহৃদ পরিজন
এসো পাল্টাই সমাজের নির্মম বৈচিত্র্য-
চর্তুদিকে আরম্ভ হোক রক্তক্ষয়ী নব সংগ্রাম
ভাঙুক শোষকদের নাগপাশ।

বেইমান পাখি

মমতা মজুমদার

সময়ের উত্তাল স্রোতে,
খসে পড়ে কিছু মুখ ও মুখোশের অবয়ব।
বেপরোয়া জীবনে আসে যায় কত দিবস রাত্রি।
উন্মাদনায় নাচে দুঃসময়ের বিরহিত রাতের স্পন্দন।
শোকাহত স্মৃতির পাতায় ঝুলে থাকে পোড়া ফাগুন।
কালবৈশাখীর তান্ডব লীলায় ভেঙে যায় শত শত ইচ্ছেদের ডানা।

মনের পিঞ্জর খুলে উড়ে গেছে সুখ বসন্ত।
হারানোর শোকে কাতর হয়নি প্রিয় চন্দ্রমল্লিকা,জুঁই আর কামিনী।
এখানে সন্ধ্যা নামে গোধূলির আলোমাখা রঙের সারিতে।
যেথায় রয়েছে আবেগের লাগামহীন শব্দের মাধুরি।
দুর্ভাগ্যের পসরায় খুঁজে পাই, এক একটা ছিন্নপত্র।
মুখোশের আড়ালে সূর্যের দীপ্তি ছড়ায় বেইমান পাখি!

পাশে এসে ঝড় তোলে সাজায় কথার কারুকাজ;
এক রোখা অভ্যাসে রোজকার ছুটাছুটি চলে অবাধে।
সময় তার নিজস্ব বদৌলতে এসে রূপ দেখায়।
জীবনের মালা বদল করে পাড়ি দেয় স্বার্থের-
শেষ পরিণয়ের সূত্র ধরে!
ক্ষণিকের জীবনটা আসলেই কত রং বদলায়।

ভেজালকারী

কোমল দাস

বলল কেঁদে কাকের ছানা খাব না এই খাবার
বাইরে গিয়ে ভালো কিছু আনো না মা আবার,
মা কাক বলে খাও না বাবা ভালো খাবার এটাই
আমরা তো কাক সারাজীবন এতেই ক্ষুধা মেটাই।

বলছ তবু কেন বাবা টাটকা খাবার খাবে
বাঁচার মতো খাদ্য তবে কোথায় বলো পাবে?
ঐ দেখো বাপ ভেজাল খাবার খাচ্ছে মানুষেরাও
রাগ করো না এই খেয়ে নাও মুখটা এদিক ফেরাও।

খাদ্যে ভেজাল ইচ্ছে মতো দিচ্ছে ভেজালকারী
ইচ্ছে হলেই তাই তো ভেজাল ছাড়তে যে না পারি,
মাঝেমাঝেই বুকে তবু দেয় মুক্তির ডাক
ধরা থেকে ভেজালকারী ধ্বংস হয়ে যাক।

দৃষ্টিহীন

কিরণময় পাত্র

আমার আছে শুধুই চোখ দৃষ্টি আমার নাই,
আঁধার এলে অন্ধ হয়ে যাই।
আলোর ধারা ধরায় ভরে,
দৃষ্টি আমায় আপন করে।
আপন রূপে জগৎ এসে,
দাঁড়ায় হেসে চোখের পাশে।

বাহির থেকে আলোর স্রোত এলে---
দৃষ্টি আমার খুলে চোখের প্রাণ মিলে।
আমার আপন চোখ মনের ভিতর,
জ্বালিয়ে যদি নিরন্তর ---
অন্ধ তবে হয় না আমার বাহির ও ঘর।

মানুষ সবাই অন্ধ হয়,
বাইরে যদি আঁধার হয়।
মানুষ সবাই অন্ধ হয়,
অন্তর যদি স্তব্ধ হয়।

একটি স্বপ্নের বর্ষের অপেক্ষায়

সাহেব মান্না

একটি স্বপ্নের বর্ষের অপেক্ষায়
একত্রিশটি নীরস বর্ষ অতিক্রান্ত।
সোনালী স্বপ্নের ভাবনারা থমকে
কান্নায় চোখ মুছেছে দিনরাত,
আজ তার নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম।
অনন্ত সুখ আনন্দে হাজার হাতছানি
একটি স্বপ্নের বর্ষের অপেক্ষায়।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

দুর্নীতির টাকায় চিন ভ্রমণ সাধন কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ রোজভ্যালি মামলায় সিবিআই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে নাম প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডের। চার্জশিটে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অভিযোগ ২ কোটি ২২ হাজারের বেশি টাকা গিয়েছে শ্রেয়ার দুই সংস্থায়। রোজভ্যালির টাকায় চিন সফরে ঘুরে এসেছেন শ্রেয়া। চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি সিবিআই-এর। ওড়িশার ভুবনেশ্বর আদালতে রোজভ্যালি মামলার চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই চার্জশিটে অভিযুক্তদের মধ্যে এক নম্বরে নাম রয়েছে শ্রেয়া পাণ্ডের। ভুবচার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, রোজভ্যালি থেকে সরাসরি শ্রেয়ার দু'টি সংস্থায় টাকা ঢুকেছে। এমনকী মন্ত্রী কন্যা ও তাঁর টিম যখন চিন সফরে গিয়েছিলেন সেই সময়ও তাঁদের খরচ অনেকাংশে বহন করেছিল রোজভ্যালি। এর পাশাপাশি মন্ত্রী কন্যা হওয়ার দরুণ প্রভাব খাটানোরও অভিযোগ উঠছে তাঁর বিরুদ্ধে। রোজভ্যালি সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতেন শ্রেয়া। মন্ত্রী কন্যার সংস্থাও কাজের বরাত পেয়েছিল রোজভ্যালি থেকে চার্জশিটে তেমনটাই উল্লেখ। শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠছে প্রাপ্য টাকার থেকে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়েছিল তাঁর সংস্থাকে। সেই টাকাও তিনি ফেরাননি বলে খবর। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি রোজভ্যালি একটি চিটফান্ড সংস্থা জানার পরও শ্রেয়া সেই সংস্থার ব্যবসা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। যদিও, সিবিআই চার্জশিট শ্রেয়া পাণ্ডের নাম থাকলেও ইডির চার্জশিটে নাম নেই তাঁর। এই বিষয়ে ইডি-র আইনজীবী অভিজিৎ ভদ্রর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। বলেছেন, "এই চার্জশিট বহু পুরনো। এটা সকলেই জানে। রোজভ্যালি কেলঙ্কারিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এক নম্বর। অভিযুক্ত জামিনে রয়েছেন। আর শ্রেয়া বেলে নেই।"

এসএসসি মামলায় নতুন মোড়, অযোগ্যদের তালিকা চাইল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার কর্মীর চাকরি বাতিল করা হয়েছে। যোগ্যদেরও কেন বাতিল করা হল? এই নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন চাকরি প্রার্থীরা। এর মধ্যেই অযোগ্যদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিল সিবিআই। তাঁদেরকে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ৫,২৪৩ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই। স্কুল শিক্ষা দফতরকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বলে জানতে পারা যাচ্ছে। অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের তালিকা হাতে পাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শুরু হবে। খুব দ্রুত অযোগ্য প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শুরু করবে সিবিআই। গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালের স্কুলে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেয়। সেইমতো মোট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। যা নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য। এর মধ্যেই দুর্নীতি মামলায় নতুন মোড়। সিবিআই সূত্রের খবর, অযোগ্য প্রার্থীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিবিআই। আদালতের নির্দেশ ছিল, অযোগ্য প্রার্থীদের চিহ্নিত করে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। সেই কারণেই, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্যদের আলাদা করে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হল। এরপরেই প্রত্যেককে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও, হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। পুরো প্যানেল বাতিল করলে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা বঞ্চিত হবে। যা, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে শিক্ষা দফতর। সেই কারণে হাইকোর্টের এই রায়কে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন। গতকাল, বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিকেই তাকিয়ে বসে আছেন যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। অন্যদিকে, ডিআইরা ইতিমধ্যে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের একটি ফর্ম পাঠিয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কোন স্কুলে কতজন চাকরি হারাচ্ছেন, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষকরা সেই তালিকায় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা ডিআইদের কাছে সেটা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগে থেকেই সেই তালিকা প্রস্তুত করে রেখে দিতে চাইছে স্কুল শিক্ষা দফতর। হাইকোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়ে অবস্থানে এবার 'যোগ্য' চাকরিহারারা। তাঁদের বক্তব্য, অযোগ্যদের অনিয়মের দায় তাঁদের ঘাড়ে কেন এসে পড়বে? প্রশ্ন তুলে ভোটের বাংলায় তাঁরা নতুন করে আন্দোলনে নেমেছেন। শহিদ মিনার চত্বরে চলছে বিক্ষোভ অবস্থান।

বোজানো পুকুর উদ্ধারে অভিযান শুরু করল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ দেখতে ঠিক সবুজ মাঠ। জায়গায় জায়গায় আবর্জনার স্তুপ। জেসিবি দিয়ে মাটির খুড়তেই বেরিয়ে এল জল! সোনা-দানা নয়। দক্ষিণ শহরতলির নেতাজিনগর এলাকায় চুরি হয়ে গিয়েছিল আস্ত একটা পুকুর। প্রেমিসেস নম্বর ২২/১এ জোড়াবাগান রোড। অথচ এখন তা মাঠ। বুধবার সেই পুকুরই উদ্ধার করতে নামল কলকাতা পুরসভা। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাম আমল থেকেই এই পুকুর বোজানোর শুরু হয়। এলাকার বাসিন্দা সুবীর ধরের কথায়, "ষাট বছর ধরে এলাকায় বসবাস করছি। ১৯৮০ সালের পর থেকে দেখছি একটু একটু করে পুকুরটা বুজে যাচ্ছে।" পেল্লায় জলাশয়টা বুজতে বুজতে এখন মাঠে পরিণত হয়েছে। কেন বুজল জলাশয়? বাসিন্দাদের বক্তব্য, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলে জমির দাম বেড়েছে। অসাধু চক্র বুজিয়ে দিচ্ছে পুকুর। খবর পাওয়া মাত্রই বুধবার বোজানো পুকুরে জেসিবি নামানোর নির্দেশ দেন মেয়র, উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার পরিবেশ বিভাগের কর্মীরা।, আপাতত টানা কাজ চলবে নেতাজিনগরে। যতক্ষণ না টলটলে জল বেরিয়ে আসছে, পুরসভা কাজ চালিয়ে যাবে। শুধু নেতাজিনগর নয়, শহরের একাধিক বোজানো পুকুর উদ্ধার করতে নামছে পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, কাশিপুরে একাধিক পুকুর বুজিয়ে গাড়ির গ্যারেজ তৈরি হয়েছে। সেই গুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আবার জলাশয় হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নেতাজি নগরে যেখানে ওই পুকুর, সম্প্রতি আগুন লেগেছিল তার পাশেই। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগুন নেভানোর জল আনতে নাকানি চোবানি খেতে হয়। পুকুরটায় জল থাকলে সে অবস্থা হত না। এলাকার বাসিন্দা অরূপ ভৌমিক জানিয়েছেন, এই পুকুরের পাশে আরও একটি পুকুর ছিল। তাও ভরে গিয়েছে বাম আমলে। পুরসভা কাজ শুরু করায় আশার আলো দেখছেন এলাকাবাসীরা। মেয়র বলেন, "রাস্তা একটু খারাপ থাকলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু জলাশয় বোজানো কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যারা জলাশয় বোজাচ্ছেন তারা মানবসম্পদ চুরি করছেন।

প্রাণ বাঁচাতে ২০ লাখ প্যাকেট 'ওআরএস' ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ এখন স্মার্ট ফোনে সকলেই হোয়াটসঅ্যাপ করে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছেন, গরম কেমন পড়েছে? উত্তরে লেখা হচ্ছে, পরান যায় জ্বলিয়া রে। রাজ্যজুড়ে তাপপ্রবাহ চলছে এটা সবাই অনুভব করছেন। সরকারি স্কুল গরমের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে। পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। আর চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, এখন মানুষজন এই গরম থেকে বাঁচতে 'ওআরএস' কিনে রাখছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ওষুধের দোকানে এখন মহার্ঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 'ওআরএস'। এই দাবদাহ কবে কমবে? তা হলফ করে বলতে পারছে না আবহাওয়া দফতরও। সুতরাং ওআরএস কেনার প্রবণতা বাড়ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর গোটা পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে। আর তাই তারা সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে ২০ লাখ প্যাকেট 'ওআরএস' কিনেছে। খোলা বাজারে ওআরএস–এর চাহিদা এখন তুঙ্গে। শুধু কলকাতায় বেশি বিক্রি হচ্ছে ওআরএস এমন ব্যাপার নয়। পুরুলিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম মেদিনীপুরে এই ওআরএস বিক্রির প্রবণতা বেড়েছে বলেই খবর। ওআরএস গুরুত্ব তুলে ধরতে এবং মানুষকে সচেতন করতে প্রত্যেক বছর ২৯ জুলাই 'ওআরএস দিবস' পালিত হয়।

ভোট চাইতে কুণাল ঘোষকে ফোন করলেন কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ এবার উত্তর কলকাতা কেন্দ্রকে নিয়ে প্রথম থেকেই আলোচনা চলছে। প্রথমত সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল ত্যাগী বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়। তিনি বিজেপির প্রার্থী। অন্য দিকে তৃণমূলের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য। আর সেই সূত্রেই কংগ্রেসের প্রার্থীর সঙ্গে কথা হল তৃণমূলের মুখপাত্র ও নেতা কুণাল ঘোষের। কারণ, কুণাল ঘোষ উত্তর কলকাতা আসনের ভোটার। সূত্র মারফত খবর মিলেছে কুণাল ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে প্রদীপ ভট্টাচার্যের। ওই কেন্দ্রের ভোটার যেহেতূ কুণাল ঘোষ, প্রার্থী হিসাবে ভোটপ্রার্থনা করেছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, খবর তেমনই। উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতা আসনের তিন প্রার্থীর মধ্যে দু'জন এক সময়ে কংগ্রেসের সদস্য থেকেছেন। এক জন এবারেও কংগ্রেসের প্রার্থী। এই কেন্দ্রে এ বার কঠিন লড়াই হতে চলেছে, সে কথা বলাই চলে। এ বারের লোকসভা নির্বাচনে আলাদা করে নজর থাকছে এই কেন্দ্রের দিকে। উত্তর কলকাতার মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪,৮৮,০৮২। এর আগের বারের থেকে ভোটারের সংখ্যা এবার অনেকটাই বেড়েছে। গত বারে গৃহীত ভোটের শতাংশের হিসাবে পরিমাণ ছিল ৬৫.৮৩ শতাংশ। ২০১৪ সালে এই আসনে বামেদের পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল বিজেপি। মোট সাতটি লোকসভা কেন্দ্র চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, নিয়ে এই লোকসভা কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে।

'দুর্নীতি ছিল, আছে, থাকবে', প্রচারে অকপট শাসক নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ 'দুর্নীতি ছিল, আছে, থাকবে'! কলকাতায় ভোট-প্রচার শেষে বললেন তৃণমূল নেতা তারক সিং। সঙ্গে কটাক্ষ, 'চোর চোর ধরে বলছে. আমি চোর ধরেছি। এটাই দেশ। ওসব কথা কোনও দাম নেই'। এখন অনেক দেরি। ১ জুন, শেষ দফায় ভোট হবে কলকাতায়। গতবার শহরের দুটি লোকসভা কেন্দ্রই গিয়েছিল তৃণমূলের দখলে। দক্ষিণে জিতেছিলেন মালা রায়, আর উত্তরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও প্রার্থী তাঁরা। এদিন বেহালার হুটখোলা জিপে চেপে প্রচার সারলেন কলকাতা দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। সঙ্গে ছিলেন দলের কাউন্সিলর, পুরসভার মেয়র পারিষদ তারক সিং ও কর্মীরা। কেমন সাড়া পেলেন? তারক বলেন, 'অনেক সাড়া পেলাম। মোদীর গ্যারান্টিতে কিছু নয়। আর মমতা গ্যারান্টি মানুষ পাচ্ছে। এর উপরেই ভোট হবে'। এদিকে এসএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ২৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য। তারক সিংয়ে সাফ কথা, 'দুর্নীতি ছিল, আছে, থাকবে। এটা কী করে কম করা যায়, সেটা বল। চোর ধরে চোর বলছে. আমি চোর ধরেছি। এটা দেশ। ওসব কথা কোনও দাম নেই। যেখানে সরকারকে বলছে সুপ্রিম কোর্ট, যে বন্ডের যে আইনটা তৈরি করা হয়েছে, সেটা অসংবিধানিক। আর যাঁদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই লোকটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, ঘুরে বেড়াচ্ছে'।

ক্রীড়া-সংবাদ

পাকিস্তানে না যাওয়ার ইঙ্গিত ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তানে। আইসিসির টুর্নামেন্টটি ঘিরে আবারও 'লড়াই'য়ে নামার উপক্রম ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই ও পিসিবি)। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে না যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে বিসিসিআই। আর পিসিবি বলছে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলে করণীয় ঠিক করবে তারা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হতে বছরখানেক বাকি থাকলেও ভারতের পাকিস্তান-যাত্রার বিতর্কের শুরু রোহিত শর্মার সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের সূত্র ধরে। গত সপ্তাহে 'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' নামের পডকাস্টে ভারতের তিন সংস্করণের অধিনায়ক বলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় সিরিজ চান তিনি। এ প্রসঙ্গে সোমবার পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দল পাঠাতে রাজি হলে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের কথা ভাববে পিসিবি। নাকভির এ মন্তব্য নিয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস (আইএএনএস)। সংবাদমাধ্যমটির কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র। এমনকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়েও অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়, 'দ্বিপক্ষীয় সিরিজের কথা ভুলে যান। ভারত দল তো চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্যই পাকিস্তানে না যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভেন্যু বদলানো হতে পারে, হাইব্রিড মডেলেরও সম্ভাবনা আছে।' ২০২৩ এশিয়া কাপের মূল আয়োজন ছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারত সেখানে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। ভারত ছাড়া বাকি সব দল পাকিস্তানে গেলেও রোহিতদের ম্যাচ হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এবার আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও একই পথে হাঁটতে চায় বিসিসিআই। তবে এ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য টুর্নামেন্টের কর্তৃপক্ষে। এশিয়া কাপের কর্তৃপক্ষ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আর চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আইসিসি। ক্রিকেটের বৈশ্বিক সংস্থায় ভারতের জোরালো অবস্থান থাকলেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হাইব্রিড মডেল বা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না বলে মনে করে বিসিসিআইও, 'যেকোনো সফরের জন্য বিসিসিআইকে সরকারের অনুমতি পেতে হয়। তবে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো নেই। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আইসিসির টুর্নামেন্ট বলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিনই হবে। তবে সরকারের নির্দেশ বা সবুজসংকেত ছাড়া কিছু করারও নেই। আর দ্বিপক্ষীয় সিরিজের ব্যাপারে বলব, অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু হওয়া প্রায় অসম্ভব।'

চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হুইটাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার গাই হুইটাল। এ সপ্তাহের শুরুতে চিতাবাঘের আক্রমণে মাথা ও হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এই সাবেক অলরাউন্ডার। যে কারণে সার্জারির প্রয়োজন হয়েছে। অস্ত্রপচারের পর বর্তমানে ৫১ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটারের অবস্থা স্থিতিশীল। হুইটালকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছিল তাঁর পোষা কুকুর চিকারা। পোষা কুকরটিও চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হয়েছে। পুরো ঘটনাটি জানা গেছে হুইটালের স্ত্রীর ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে। জিম্বাবুয়ের হুমানিতে সাফারি ব্যবসা করেন হুইটাল। সেখানেই আক্রমণের শিকার হন তিনি। আক্রমণের পর তাঁকে আকাশপথে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হারারেতে। সেখানে মিল্টন পার্ক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। হুইটালের স্ত্রী হানা স্টুকসের করা ফেসবুক পোস্টে দেখা গেছে সার্জারি শেষে মাথায় ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় থাম্বস আপ দিচ্ছেন হুইটাল। এর আগে ২০১৩ সালেও হুইটালের সঙ্গে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছিল। সেবার সকালে উঠে বিছানার নিচে ৮ ফুট লম্বা আর ১৬৫ কেজি ওজনের একটি কুমির দেখতে পান হুইটাল। ডেইলি মেইলকে হুইটালের স্ত্রী হানা স্টুকস হুইটাল বলেছেন, 'খুবই ভাগ্যবান মানুষ ও। প্রথমে কুমির, এরপর চিতা। ওর প্রাণশক্তি তীব্র। ও ভাগ্যবান যে চিকারা সাহায্য করার জন্য ওর সঙ্গে ছিল। তা না হলে কী হতো কে জানে! আমরা ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। ট্রিট হিসেবে চিকারা অতিরিক্ত কিছু মাংস পাবে।' জিম্বাবুয়ের হয়ে ৪৬টি টেস্ট ও ১৪৭টি ওয়ানডে খেলেছেন হুইটাল। টেস্টে ১০টি ফিফটি ও ৪টি সেঞ্চুরি আছে তাঁর। টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি আছে হুইটালের। ওয়ানডেতে আছে ১১টি ফিফটি। টেস্টে হুইটালের উইকেটে ৫১টি, আর ওয়ানডেতে ৮৮টি।

ছক্কা মেরে 'সরি' বললেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ দেখে বোঝার উপায় নেই, ঋষভ পন্ত ১৫ মাস পর মাঠে ফিরেছেন। আইপিএলে গতকালও গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে খেলেছেন ৪৩ বলে অপরাজিত ৮৮ রানের ইনিংস। দুর্দান্ত এই ইনিংস খেলার পথে পন্ত চার মেরেছেন ৫টি আর ছক্কা ৮টি। এর মধ্যে পন্তের একটি ছক্কায় আহত হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) একজন ক্যামেরাম্যান। এ জন্য সেই ক্যামেরাম্যানের কাছে দুঃখও প্রকাশ করেছেন পন্ত। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) 'এক্স' অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত ভিডিওতে পন্ত বলেছেন, 'দুঃখিত, দেবাশীষ ভাই (ক্যামেরাম্যান)। আপনাকে আঘাত করাটা উদ্দেশ্যে ছিল না। আমার মনে হয় আপনি ভালোভাবেই সেরে উঠতে পারবেন। শুভকামনা।' পন্ত ভিডিতে কথা বলার সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিল্লির প্রধান কোচ রিকি পন্টিং। গতকালের ম্যাচে আগে ব্যাটে করে গুজরাটের বিপক্ষে দিল্লি রান করেছিল ২২৪। বড় সংগ্রহ গড়ার পথে ১৬টি ছক্কা মারে দিল্লি, যার ৮টিই আসে পন্তের ব্যাট থেকে। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত পন্ত ছক্কা মেরেছেন ২১টি। আইপিএলে ফেরার এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে পন্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৪২ রান করেছেন, গড় ৪৮.৮৫ আর স্ট্রাইক রেট ১৬১.৩২। এবারের মৌসুমে একমাত্র উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে হয়েছেন দুবার ম্যাচসেরা। গতকালের আগে আরও একবার এই গুজরাটের বিপক্ষেই ম্যাচসেরা হয়েছিলেন পন্ত। গতকাল ৮৮ রানের ইনিংস খেলার পথে শুধু মোহিত শর্মার বিপক্ষে শেষ ওভারে ৩০ রানসহ পন্ত করেছেন ৬২ রান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক বোলারের বিপক্ষে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান তোলার রেকর্ড এটি। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ৫৪ রান—২০২৩ সালের পিএসএলে কায়েস আহমেদের বিপক্ষে নিয়েছিলেন উসমান খান। আইপিএলের চলতি মৌসুমে উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান এখন পন্তের। অর্থাৎ বিশ্বকাপে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে পন্ত ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন।

কোচ হিসেবে নয়, ভিন্ন দায়িত্বে ফিরতে চান গার্দিওলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলার সোনালি সময়ের শুরুটা হয় বার্সেলোনায়। লিওনেল মেসি, জাভি হার্নান্দেজ ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাদের মতো তারকাদের নিয়ে বার্সাকে তিনটি লিগ শিরোপা ও দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জেতান গার্দিওলা। ২০০৮-০৯ মৌসুমে দলটির হয়ে জিতেছিলেন ঐতিহাসিক ট্রেবলও। অভাবনীয় সাফল্য পাওয়া স্প্যানিশ এ কোচের আবার বার্সায় ফেরার খবর নিশ্চিতভাবেই রোমাঞ্চিত করবে সমর্থকদের। বিশেষ করে চলমান দুঃসময়ে গার্দিওলার ফেরা ক্লাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। সম্প্রতি বার্সায় ফেরা নিয়ে কথাও বলেছেন গার্দিওলা। কাতালান ক্লাবটিতে ফিরে আসার ব্যাপারে ইতিবাচক গার্দিওলা অবশ্য কোচ হিসেবে নন, ফিরতে চান ভিন্ন দায়িত্বে। গার্দিওলা ক্লাবে ফিরতে চান মূলত প্রশাসক হিসেবে, আরও স্পষ্ট করে বললে সভাপতি হিসেবে। অর্থাৎ ক্লাব চালানোর পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে চান এই ম্যানচেস্টার সিটি কোচ। সম্প্রতি স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী নারী ফুটবলার আইতানা বোনমাতিকে নিয়ে নির্মিত 'আইতানা বোনমাতি কনকা' শিরোনামের একটি প্রামাণ্যচিত্রে মজা করে নিজের এ ইচ্ছার কথা জানান গার্দিওলা। যেখানে ব্যালন ডি'অরজয়ী বোনমাতিকে বিশেষ এক দায়িত্ব দিতে চাওয়ার কথাও বলেন সাবেক বার্সা কোচ। প্রামাণ্যচিত্রে বোনমাতিকে উদ্দেশ করে গার্দিওলা বলেন, 'আমি বিনা মূল্যেই আসব (বার্সেলোনায়)। অর্থনৈতিক কোনো জটিলতা থাকবে না। তবে সেখানে কিন্তু একটা সমস্যা আছে, যা আমি বলতে চাই। আমি কিন্তু সভাপতি হিসেবে আসব। আর তোমাকে (বোনমাতি) স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেব।' গার্দিওলার কথার জবাবে মজা করেন বোনমাতিও, 'আমি নির্দেশ দিতে পছন্দ করি এবং খুব কম নারীই এখন নির্দেশ দেওয়ার মতো অবস্থানে আছে।' এ আলাপে গার্দিওলাকে দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ইচ্ছার কথাও জানান বোনমাতি, 'আমি সেখানে থাকব এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত যেহেতু তুমিও কোচিংয়ে থাকবে...।'

লড়াইয়ের 'মহড়া'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরাট কোহলির জুড়ি মেলা ভার। এক চুল ছাড় দেন না। মাঠের বাইরে সেই কোহলি-ই আবার বেশ বিনয়ী এবং মজার মানুষ। আর এই মজাটা হয় ক্রিকেট নিয়েও। যেমন ধরুন, মাঠে অনুশীলনের সময় প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভালোই খুনসুটি হয় কোহলির। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যদি হন অস্ট্রেলিয়ান, তাহলে তো কথাই নেই! ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ থাকে সব সময়ই। সময়ের অন্যতম দুই সেরা ক্রিকেটার কোহলি ও প্যাট কামিন্সের মধ্যে তেমন খুনসুটিই দেখা গেল গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর 'এক্স' অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ভিডিওতে। আইপিএলে আজ রাতে 'হাই-অকটেন' ম্যাচে মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দুই দলের এই লড়াইয়ের মোড়কে কামিন্স-কোহলিরও বল-ব্যাটের দ্বৈরথ দেখা যাবে। সেটারই প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার সময় মজার বাক্য বিনিময় হয়েছে দুই তারকা ক্রিকেটারের মধ্যে। ভিডিওটি গতকাল রাত ৮টা ৪৯ মিনিটে পোস্ট করা হয়। আজকের ম্যাচ সামনে রেখে হায়দরাবাদের গতকাল রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে যৌথ অনুশীলন করেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নেটে পাশাপাশি ব্যাটিংও করেছেন কোহলি ও কামিন্স। ভিডিওতে দেখা যায়, প্যাড পরা কোহলি মাঠে হাঁটু মুড়ে বসে স্ন্যাকস খাচ্ছিলেন। এমন সময় হায়দরাবাদ অধিনায়ক কামিন্স যান তাঁর কাছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতা কামিন্সও তখন প্যাড পরে ছিলেন। মুচকি হাসিতে হাত মেলান দুজনেই। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম ব্যাটিংবান্ধব। এই মাঠে এবারের আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২৭৭ রান তুলেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ মাঠে আইপিএলে সর্বশেষ ১০ ম্যাচে প্রথম ইনিংসে গড় দলীয় স্কোর ১৮১.২। ওই দিকে বর্তমান বিশ্বের সেরা পেসারদের একজন কামিন্স ব্যাটিংয়েও বেশ ভালো। প্রয়োজনের সময় দলের হয়ে ব্যাট হাতে ভূমিকা রাখতে পারেন। কোহলি যেহেতু বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন, তাঁকে নিজের ব্যাটিং সামর্থ্য বোঝাতেই সম্ভবত মজার মন্তব্যটি করেন কামিন্স। তবে ৮ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতে থাকা বেঙ্গালুরুর জন্য এবারের আইপিএলটা আর মজার নেই। প্লে অফ পর্বের আগেই বাদ পড়ার প্রহর গুনছে বেঙ্গালুরু। ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় হায়দরাবাদ। এই ম্যাচের আগে স্টার স্পোর্টসের 'ক্যাপ্টেনস স্পিক' অনুষ্ঠানে কোহলিকে নিয়েও কথা বলেছেন কামিন্স, 'সে (কোহলি) প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে। প্রতিটি ম্যাচের জন্য সে যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সেটা কি ব্যাটিং কি ফিল্ডিং—সে জন্য আমি তার প্রশংসা করি। সে বছরে ১০০ দিন খেলে এবং প্রতিটি ম্যাচের জন্যই প্রস্তুত থাকে।' গত বছরের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ৫৪ রানে ব্যাট করা কোহলিকে আউট করেছিলেন কামিন্স। তাতে ফাইনালের মোড়ও ঘুরেছিল।

বক্স অফিস

৩ বছরের কঠোর পরিশ্রম, ‘রাম’ রণবীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ ‘রামায়ণ’-এর জন্য ধনুকভাঙা পণ রণবীর কাপুরের। চাবুক ফিগার গড়তে যে হাড়ভাঙা খাটুনি করেছেন বিগত তিন বছর ধরে, তারই নেপথ্যের গল্প শোনালেন অভিনেতার ফিটনেস ট্রেনার। খালি গায়ে শার্টলেস অবতারে রণবীর কাপুরকে দেখলে চমকে যেতে হয়! প্রতিটা অ্যাবস স্পষ্ট। ৪১ বছর বয়সেও দিনরাত জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন অভিনেতা। সেলিব্রিটি ফিটনেস ট্রেনার শিবোহাম বুধবার তাঁর ইনস্টাগ্রামে রণবীরের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। অমিতাভ বচ্চন, রামচরণদের মতো স্টারদেরও ফিটনেস কোচ তিনি। রাম হওয়ার জন্য তাঁর কাছেই ছুটেছেন রণবীর কাপুর। এমনকী ‘অ্যানিম্যাল’ ছবির জন্য তাঁর চেহারায় যে বদল আনতে হয়েছিল, সেটাও শিবোহামের হাত ধরেই সম্ভব করেছিলেন অভিনেতা। আর রণবীর কাপুরের কসরত দেখে মুগ্ধ এই সেলিব্রিটি ফিটনেস ট্রেনার। তিনি বলছেন, “এটা তিন বছরেরও বেশি সময়ের কঠোর পরিশ্রমের ফল। জীবনে শর্ট কাট বলে কিচ্ছু হয় না। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য পরিষ্কার একটা ধারণা এবং পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি নিজের ইচ্ছে, ধৈর্য-অধ্যাবসায় না থাকলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়।” ‘রামায়ণ’-এর জন্য রণবীরকে প্রস্তুত করার এই সফরটা যে তাঁর কাছে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা, শিবোহাম নিজের পোস্টে সেকথাও লেখেন। সবশেষে বলিউড অভিনেতাকে ‘রামায়ণ’-এর জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন শিবোহাম। বলিউড বর্তমানে এক রণবীরেই কাবু! গত ডিসেম্বরে ‘অ্যানিম্যাল’ লুকে চমকে দিয়েছিলেন। আর এখন নিত্যদিন তাঁর রাম অবতারের নিত্যনতুন আপডেট প্রকাশ্যে আসছে। কড়া শরীরচর্চার পাশাপাশি তিরন্দাজি শিখেছেন।

কপিলের শোতে আমিরের মনের কথা ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ কপিল শর্মাই করে দেখালেন। অতিথি হিসেবে নিজের শোয়ে নিয়ে আসলেন আমির খানকে। সিনেপর্দা থেকে অনেকদিন দূরে রয়েছে ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’। তবে ওটিটি-তে বেশ মজার মুডে ছিলেন তিনি। কথায় কথায় উঠল বিয়ের প্রসঙ্গ। সুযোগ বুঝে আমিরকে ফের সংসারি হওয়ার পরামর্শ দেন কপিল। লাজে রাঙা হয়ে যান সুপারস্টার। ‘লাল সিং চাড্ডা’র ভরাডুবির পরই সিনেমা থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন আমির। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন পরিবারকে বেশি সময় দিতে চান। আমিরের এই পরিবারই তাঁর সম্পর্ক ভাঙার সাক্ষী থেকেছে। কেরিয়ারের শুরুতেই রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন আমির। তার পর ছেলে জুনেইদ ও মেয়ে ইরার জন্ম হয়। ২০০২ সালে আমির-রিনার বিচ্ছেদ হয়। ‘লগান’ সিনেমা সহ-পরিচালক কিরণ রাওয়ের প্রেমে পড়েন আমির। ২০০৫ সালে বিয়ে করেন কিরণকে। ভালোই চলছিল সংসার। সারোগেসির মাধ্যমে আমির ও কিরণের জীবনে আসে পুত্র আজাদ রাও খান। ২০২১ সালে আচমকাই ছন্দপতন। আমির-কিরণ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। এই সময় আমিরের কেরিয়ারের অবস্থাও ছিল টালমাটাল। ‘লাল সিং চাড্ডা’র ব্যর্থতায় নাকি ভেঙে পড়েছিলেন তারকা। কিন্তু নেটফ্লিক্সের ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’য়ে এসে নিজের ব্যর্থতা নিয়েও মশকরা করেন আমির। যদিও কপিল বলে ওঠেন, আমিরের ফ্লপ সিনেমাও অনেকের হিট ছবির থেকে বেশি আয় করে। এদিন নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও খুল্লমখুল্লা কথা বলেন আমির। জানান, ছেলেমেয়েরা তাঁর কথা নাকি শোনেই না। হাফ প্যান্ট পরে কপিলের শোয়ে আসার কথা ভেবেছিলেন, সেকথাও জানান। এরই মাঝে সুযোগ বুঝে মোক্ষম প্রশ্নটি করে ফেলেন কপিল। বলেন, “আপনার কি মনে হয় না, এবার আপনারও সেটল হয়ে যাওয়া উচিত।” কপিলের কথা শুনে বাক্যহারা হয়ে যান বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’। তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়ে লাজুক হাসি। প্রসঙ্গত, কিরণের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমির সঙ্গে ‘দঙ্গল’ অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখের সখ্যতার কথা একাধিকবার শোনা গিয়েছে।

আদালতের সমন পেলেন সঞ্জু ও তামান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ বড়সড় বিপাকে পড়লেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া ও অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। অবৈধ মোবাইল স্ট্রিমিং অ্যাপের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আদালতের তরফ থেকে সমন বলিউডের এই দুই অভিনেতা। জানা গিয়েছে, ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে হাজিরা দিতে হবে। যদিও ২৩ এপ্রিল সঞ্জয় দত্তর হাজিরা থাকলেও, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ‘ফায়ার প্লে’ নামে এক অবৈধ স্ট্রিমিং অ্যাপ ইদানীং খুবই জনপ্রিয় মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে। মাসিক কোনও টাকা ছাড়াই মাত্র ৫০০ টাকা দিলেই এই অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যায় নানা জনপ্রিয় সিরিজ, সিনেমা। এই অ্যাপেই অবৈধভাবে দেখানো হচ্ছিল আইপিএল। আর তা প্রচার করতে গিয়েই বিপাকে পড়লেন সঞ্জয় ও তামান্না। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভায়াকম ১৮-এর তরফ থেকেই অভিযোগ আনা হয়। এই সংস্থার মতে, ফায়ার প্লে নামে এই অ্যাপ অবৈধভাবে আইপিএলের স্ট্রিমিং করছে। যেহেতু আইপিএলের স্বত্ত্ব ভায়াকমের কেনা, তাই এর ফলে সংস্থার ক্ষতি হচ্ছে। সেই কারণেই এই অবৈধ অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে ভায়াকম। তবে এখন পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি তামান্না ভাটিয়া ও সঞ্জয় দত্তর তরফ থেকে।

প্রাণনাশের হুমকি এড়িয়ে বাইরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৫ এপ্রিলঃ পরনে কালো শার্ট। সাদা প্যান্টের উপর রঙিন কার্টুন আঁকা। একেবারে দাবাং অবতারে হাজির সলমন। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের প্রাণনাশের হুমকি, গুলি বর্ষণের ঘটনাকে একেবারে ফুঁৎকারে উড়িয়ে ‘হীরমাণ্ডি’র প্রিমিয়ারে হাজির বলিউডের দাবাং খান। সলমনের চোখে মুখে কোথাও ধরা পড়ল না ভয়। পাপারাজ্জিদের ক্যামেরার সামনে বিন্দাস পোজ দিলেন। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, কড়া নিরাপত্তাকে সঙ্গে নিয়েই সঞ্জয়লীলা বনশালির ‘হীরামাণ্ডি’ ছবির প্রিমিয়ারে পৌঁছেছিলেন সলমন। প্রিমিয়ার পার্টিতে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছেন তিনি। বনশালি যেহেতু সলমনের খুবই ঘনিষ্ঠ তাই, বনশালির ছবির প্রিমিয়ারে না এসে পারেননি সলমন। প্রসঙ্গত, সলমন খানের ‘গ্যালাক্সি’তে হামলার ঘটনায় একের পর এক তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। এর আগে তাপি নদী থেকে একটি বন্দুক উদ্ধারের খবর জানা গিয়েছিল। এবার খবর, ওই জায়গা থেকেই উদ্ধার হয়েছে দ্বিতীয় বন্দুক। পাওয়া গিয়েছে তিন-তিনটি ম্যাগাজিন। ১৪ এপ্রিল দিন আচমকাই সলমনের বাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুই বাইক আরোহী এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে সলমনের ‘গ্যালাক্সি’ অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে। বুলেট গিয়ে লাগে সুপারস্টারের বাড়ির দেওয়ালে। গুলি চালিয়েই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ-প্রশাসন। ঘটনার তদন্তভার যায় মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। সলমনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। ঘটনার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভিকি গুপ্ত (২৪) ও সাগর পাল (২১) নামের দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ভুজ পুলিশ। ধৃতদের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এই দুজনকে জেরা করেই তাপি নদীতে বন্দুক ও গুলি ফেলার কথা জানতে পারে পুলিশ। ধৃতরা নাকি সুরাটে পালিয়ে যাওয়ার আগে নদীতে বন্দুক আর গুলি ফেলে গিয়েছিল। দুটি বন্দুকই এখন পুলিশের কাছে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে উদ্ধার হওয়া তিনটি ম্যাগাজিন। যাতে কয়েক রাউন্ড বুলেট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।